সংবাদ
বাংলাদেশের মুখপত্র
রবিবার, ০৩ নভেম্ব
শিরোনাম রুহুল কবির রিজভী
আজকের পত্রিকা
প্রথম-পৃষ্ঠা
পৃষ্ঠা-২

সাত কলেজ বিষয়ে প্রেস সচিবের বক্তব্য ‘প্রত্যাখ্যান’

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিবের বক্তব্য ‘প্রত্যাখ্যান’ করে আজ ও আগামীকাল পরীক্ষাসহ সব ধরনের একাডেমিক কার্যক্রম বর্জনের ঘোষণা দিয়েছেন রাজধানীর সাত সরকারি কলেজের শিক্ষার্থীরা। স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় গঠনে ‘কমিশন’ না করার প্রতিবাদে গতকাল এ কর্মসূচি ঘোষণা করেন শিক্ষার্থীরা। তারা একইসঙ্গে দুইদিন (আজ ও কাল) সবগুলো ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করবে।

সাত কলেজের শিক্ষার্থীদের পক্ষে গতকাল ঢাকা কলেজে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। এতে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন কবি নজরুল সরকারি কলেজের শিক্ষার্থী জাকারিয়া বারী সাগর।

সাত কলেজ নিয়ে ‘গভীর ষড়যন্ত্র’:

সাত কলেজ নিয়ে ‘গভীর ষড়যন্ত্র’ চলছে অভিযোগ করে জাকারিয়া বারী সাগর বলেন, ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) প্রশাসন ও ঢাবি শিক্ষার্থীরা কেউই এখন আর এ অধিভুক্তি চাচ্ছেন না। আমরা সাত কলেজের শিক্ষার্থীরাও অধিভুক্তি বাতিলের আন্দোলনে রয়েছি। এরমধ্যে আমরা শুনতে পাচ্ছি, হঠাৎ করে ঢাবি অধিভুক্তি বাতিল করে দিয়ে সাত কলেজকে পেছনের দিকে ঠেলে দেয়ার দূরভিসন্ধি হচ্ছে। আমরা স্পষ্ট জানিয়ে দিতে চাই, সাত কলেজের শিক্ষার্থীরা এ ধরনের সিদ্ধান্ত যেকোনো মূল্যে প্রতিহত করবে।’

অধিভুক্তি বাতিল করার আগে ‘অবশ্যই সাত কলেজের সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী ও কার্যকর বডি’ তৈরি করতে হবে মন্তব্য করে শিক্ষার্থীদের সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, ‘যে সমাধানকে আমরা স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা বলছি। আমরা আমাদের অধিকার আদায়ের মূল দাবি থেকে সরে আসবো না। সাত কলেজের সমন্বয়ে স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ের যে দাবি, সেটি আমাদের থাকবেই।’

দ্রুত সাত কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় ‘রূপান্তর কমিশন’ গঠন করে শিক্ষার্থী প্রতিনিধি যুক্ত করতে হবে উল্লেখ করে শিক্ষার্থীরা বলেন, ‘সাত কলেজ নিয়ে যেকোনো ধরনের চক্রান্ত প্রতিরোধ, প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিবের অবিবেচক বক্তব্য প্রত্যাহার, কমিটি বাতিল, কমিশন গঠন ও শিক্ষার্থী প্রতিনিধি যুক্ত করার দাবিতে আমাদের কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে।’

সাত কলেজ শিক্ষার্থীরা দীর্ঘদিন ধরে ঢাবি অধিভুক্তি বাতিলের দাবিতে আন্দোলন করছেন উল্লেখ করে জাকারিয়া বারী সাগর বলেন, ‘ঢাবির অধিভুক্তি বাতিল করে সাত কলেজের সমন্বয়ে একটি স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি বেশ পুরোনো। সাত কলেজ শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে গত ২৫ অক্টোবর বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় নেতারা আমাদের ঢাবিতে ডেকে নেন। তারা আমাদের সাত কলেজ শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের যৌক্তিকতা অনুধাবন করে পূর্ণ সমর্থনের আশ্বাস দিয়েছেন।’

- আজ ও কাল সব ধরনের একাডেমিক কার্যক্রম বর্জনের ঘোষণা শিক্ষার্থীদের
- ঢাবি প্রশাসন ও ঢাবি শিক্ষার্থীরা এখন এ অধিভুক্ত ‘চাই না’
- ‘গভীর ষড়যন্ত্র’ দেখছে শিক্ষার্থীরা

শিক্ষার্থী প্রতিনিধি জাকারিয়া বারী বলেন, ‘গত বৃহস্পতিবার শিক্ষা উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ এবং যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়ার সঙ্গেও আমরা সাক্ষাৎ করেছি। সভায় দুই উপদেষ্টা আমাদের দাবি ও আন্দোলন সম্পর্কে জানতে চান। এরপর তারা আমাদের সাত কলেজের জন্য ঢাবি প্রশাসনের বাইরে পৃথক প্রশাসনিক ভবনে কার্যক্রম চালানোর প্রস্তাব দেন। কিন্তু আমরা চেয়েছি স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়।’

ওইদিন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, সাত কলেজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্তই থাকছে। তবে তাদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা থাকবে, যেখানে তাদের বিষয়টা আলাদাভাবে দেখা হবে।

ওইদিন প্রেস সচিব আরও বলেন, ‘সাত কলেজের বিষয়ে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে শিক্ষা উপদেষ্টা ও ক্রীড়া উপদেষ্টার সঙ্গে সাত কলেজের প্রতিনিধিরা কথা বলেছেন। তাদের আলোচনায় সিদ্ধান্ত হয়েছে যে ঢাবির মধ্যেই সাত কলেজের প্রশাসনিক কাজ আলাদাভাবে করার ব্যবস্থা নেয়া হবে।’

এ বিষয়ে জাকারিয়া বারী বলেন, ‘শিক্ষার্থীদের সঙ্গে উপদেষ্টাদের বৈঠকে সাত কলেজের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে; কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। সাত কলেজের শিক্ষার্থীরা প্রেস সচিবের এমন বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করেছেন।’

তিনি বলেন, ‘প্রেস সচিব বলেছেন-সাত কলেজের জন্য আলাদা রেজিস্ট্রার থাকবে, ডেডিকেটেড কর্মকর্তা থাকবে। এগুলো বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সঙ্গে কথা বলে করা হবে। তবে আমরা শিক্ষার্থীরা সাত কলেজের জন্য ঢাবি ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে এমন যেকোনো ধরনের প্রশাসনিক কাঠামো তৈরির বিপক্ষে।’

২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে ঢাকার সাতটি বড় সরকারি কলেজকে ঢাবির অধিভুক্ত করা হয়। এর আগে কলেজগুলো জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ভুক্ত ছিল। কলেজগুলো হলো ঢাকা কলেজ, ইডেন মহিলা কলেজ, শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, কবি নজরুল কলেজ, বেগম বদরুন্নেসা মহিলা কলেজ, মিরপুরের বাঙলা কলেজ ও তিতুমীর কলেজ।

মূলত সেশনজট নিরসন, উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়ন এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর চাপ কমাতে ঢাকার সাত কলেজকে ঢাবির অধিভুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু ঢাবি অধিভুক্তির পর সেশনজটসহ হয়রানি আরও বেড়েছে বলে শিক্ষার্থীদের অভিযোগ। সেজন্য সাত কলেজ নিয়ে আলাদা স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠার জন্য কয়েকদিন ধরে আন্দোলন করে আসছে শিক্ষার্থীরা।

১২ সংবাদ

সেনা ও পুলিশের গাড়িতে আগুন, গ্রেপ্তার ৩ জন কারাগারে

সাত কলেজ বিষয়ে প্রেস সচিবের বক্তব্য ‘প্রত্যাখ্যান’

আগামী বাজেটেই কারিগরি শিক্ষার অর্থ সংস্থান ও সরকারি নির্দেশনা চায় সিপিডি

দাবি মানার আশ্বাসে শ্রমিকদের কর্মবিরতি প্রত্যাহার

চাকরিচ্যুতি ও বেতন-ভাতা পরিশোধের দাবিতে কারখানার ভেতর শ্রমিকদের অবস্থান

সেনা হস্তক্ষেপে নিয়োগ পরীক্ষা, টাকা নিয়ে উধাও প্রধান শিক্ষক

চোখেমুখে তৃপ্তির হাসি, স্বপ্ন নিয়ে সাগরে যাচ্ছেন জেলেরা

আগামী বছর এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় সব বিষয়ে পূর্ণ নম্বর

পাখিদের অভয়াশ্রম শ্রীমঙ্গলের বাইক্কা বিল

2024-11-03